



## 116866 - ঘোড়দৌড় প্রত্যাগতির ক্ষেত্রে বাজি ধরার হুকুম কী?

প্রশ্ন

ঘোড়দৌড় প্রত্যাগতিয় বাজি ধরার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ঘোড়দৌড় প্রত্যাগতি জায়গে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তীরন্দাজি, উটদৌড় কথিবা ঘোড়দৌড় ছাড়া অন্য কিছুতে পুরস্কার নহে।” [সুনানে তরিমযি (১৭০০), সুনানে আবু নাসাঈ (৩৫৮৫), সুনানে আবু দাউদ (২৫৭৪) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (২৮৭৮); আলবানী সহহি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, ঘোড়দৌড় প্রত্যাগতির পছন্দে অর্থ ব্যয় করা জায়গে; চাই সেই অর্থ দুই প্রত্যাগীর কারণে একজনকে পক্ষ থেকে হোক কথিবা অগ্রগণ্য মতানুযায়ী উভয়জনকে পক্ষ থেকে হোক কথিবা তৃতীয় কোন পক্ষ যমেন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে হোক।

তবে এই বৈধতার মধ্যে প্রত্যাগীদরে কোন একজন বজি হওয়া নিয়ে বাজি ধরা কথিবা কোন এক ঘোড়া বজি হওয়া নিয়ে বাজি ধরা অন্তর্ভুক্ত হবো না; যমেনটি মানুষ করে থাকে। কেননা এটি হারাম জুয়াখলো। এর সাথে শরিয়ত যে প্রত্যাগতি বৈধ করেছে তার কোন সম্পর্ক নহে।

এই হারাম বাজি পৃথিবীর অনেকে দশে বেদিয়মান। এই বাজির কারণে কত অর্থ নষ্ট হয়েছে এবং কত সম্পদ ধ্বংস হয়েছে।

যদি একদল মানুষের সম্মিলিত ফান্ডে হারাম বাজির অর্থ রাখা হয় তাহলে এই ফান্ডে অংশ গ্রহণ করা নাজায়গে। যহেতে এর মাধ্যমে যাই জুয়া খলোয় সহযোগিতা করা হয়; যে খলো আল্লাহ হারাম করছেন এবং মদের সাথে একত্রে সটোক উল্লেখ করছেন। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি ভাগ্য নর্শিয়রে তীর এগুলো বস্তৃত শয়তানের একটি ঘৃণ্য কাজ; অতএব এসব থেকে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফল হতে পার।” [সূরা মায়দি, আয়াত: ৯০]

শাইখ আব্দুল মাজদি সলেমি (রহঃ) বলেন: “... এর থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত বাজি; সটো ঘোড়দৌড়ের ক্ষেত্রে হোক কথিবা অন্যান্য বাজি হোক; সগুলো শরিয়তে নর্শিদি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এমন কোন দলিল নহে যা এ বাজিগুলোর বৈধতা দেয়। বরং যে দলিলগুলো আমরা উল্লেখ করছি সগুলো এই ধরণে বাজি হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। বরং



শরিয়ত বর্তমানে বদ্বিমান সব ধরণের বাজকি হারাম করছে; যহেতু এগুলোর কারণে বড় ধরণের অনশিট ঘটে যা আমরা প্রতদিনই দখেছি। বাজি ধরে বপিল সম্পদ নশিট হযছে। বহু সম্ভরান্ত পরবার ধ্বংস হযছে। অনুরূপভাবে এটি অনকে জুয়াডকি চুরি-ছিনতাই এর মত বিভিন্ন অপরাধে লপিত হতে প্ররোচতি করছে। এমনকি আত্মহত্যা করতও। জুয়ার পরপ্রিক্ষেতি যা ঘটেছে কথিবা ঘটে থাকে সে সম্পর্কে অবহতি ব্যক্তরি ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় য— আল্লাহর রহমত, অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা থেকে তনি তাঁর বান্দাদরে ওপর জুয়া হারাম করছেন। যমেনভাবে তনি তাদের ওপর এমন অনকে বিষয় হারাম করছেন যগুলোর পরপ্রিক্ষেতি অনকে ক্ষতি ও অনশিট ঘটে।”[ফাতাওয়াল আযহার থেকে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির আলমেগণকে জিজ্ঞেসে করা হযছিল: আমাদের এখানে একদল মানুষ রযছে যারা ‘আল-শারক্বুল আওসাত’ পত্রিকা থেকে প্রকাশতি ‘স্পোর্টস ম্যাগাজনি’ খরিদি করে। উদ্দেশ্য হলো: এই ম্যাগাজনি থাকা ঘোড়দৌড়ের কূপনটি পূরণ করা। এতে তারা প্রত্যকে চক্করে যে ঘোড়াটি বিজয়ী হবে সেটি নির্বাচন করে। তারা একাধিক ম্যাগাজনিরে একাধিক কূপন পূরণ করে। উদ্দেশ্য হলো পুরস্কার জতো। এর ফলে তারা বপিল সম্পদ হারায়। আমরা আপনার কাছে এ বিষয়ে ফতোয়া চাচ্ছি। কেননা আমাদের ফতোয়াটি খুব প্রয়োজন যাতে করে এ ব্যক্তরি এ বিষয়ের শরয়ি হুকুম জানতে পারে। আল্লাহ আপনাদেরকে তাওফিক দনি এবং আপনাদের ইল্মরে মাধ্যমে মুসলমি উম্মাহকে উপকৃত করুন।

জবাবে তারা বলেন: এই কাজ নাজায়যে। কেননা এটি হারাম বাজরি অন্তর্ভুক্ত; যা জুয়ার মধ্যে পড়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মুর্তি ভাগ্য নির্ণয়ের তীর এগুলো বস্তুত শয়তানরে একটি ঘৃণ্য কাজ; অতএব এসব থেকে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফল হতে পার।”[সূরা মায়দি, আয়াত: ৯০] অতএব, এটি হিচ্ছে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ। আল্লাহই তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদরে ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি গাদইয়ান, শাইখ সালহি আল-ফাওয়ান, শাইখ বাকর আবু যায়দে।

[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (১৫/২২৪)]